ষষ্ঠ অধ্যায়: রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ বর্তমান সরকার বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের কথা চিন্তা করে স্বপ্নের 'পদ্মা সেতু' নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। সেতুর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। তবুও সরকার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে জনগণের দুর্ভোগ কমাতে এবং দ্রুত ও স্বল্প সময়ে রাজধানীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার। ◀ *শিখনফল-১*

ক. নাগরিকের প্রধান কর্তব্য কী? ১

খ. সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সরকারের কোন ধরনের ঐচ্ছিক কাজের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সরকারের ঐচ্ছিক কাজ কি উক্ত কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? যৌক্তিক বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।

খ রাষ্ট্রের সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আইন সমাজে বসবাসরত সব মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সমাজকে পরিচালিত করে। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও বৈষম্যহীন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হলো সুশাসন। আর তা নিশ্চিত করতে হলে আইনের সফল প্রয়োগের বিকল্প নেই। আইন সবার জন্য সমান। সমাজে আইনের শাসন থাকলে সাধারণত কেউ অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কেননা তা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতে হবে। এমনকি সরকারও আইন লঙ্ঘন করে কাউকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার অথবা বিচার না করে শাস্তি দিতে পারে না। এ কারণে আইনের প্রাধান্য নাগরিক স্বাধীনতার বড় রক্ষাকবচ। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে সরকারের অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক ঐচ্ছিক কাজের প্রতিফলন ঘটেছে।

সরকারের কাজগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—অপরিহার্য এবং ঐচ্ছিক কাজ। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকার যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। অন্যদিকে নাগরিকের নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সরকার যেসব উন্নয়নমূলক কাজ করে তা ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কাজ হিসেবে পরিচিত।

যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ। সড়ক, রেললাইন, সেতু এবং নৌ ও বিমান চলাচলের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ একাজের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ সেতু হবে বাংলাদেশের বৃহত্তম অবকাঠামো প্রকল্প। এটি বাস্তবায়িত হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকা এবং অন্যান্য অংশের যোগাযোগ সহজ হবে। এর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নয়ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ সরকারের ঐচ্ছিক কাজের মধ্যে পড়ে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সরকারের অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক ঐচ্ছিক কাজের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ না, সরকারের ঐচ্ছিক কাজ শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন সরকারের অন্যতম ঐচ্ছিক কাজ। রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ এবং রেললাইন, নৌ-চলাচল ও বিমান যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি এ কাজের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এছাড়াও সরকারের আরও অনেক ঐচ্ছিক কাজ আছে।

শিক্ষিত ও সুস্থ জনগোষ্ঠী দেশের সম্পদ। তাই জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ। সরকার নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিশু সদন, মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র এসব স্থাপন ও পরিচালনা করে। বর্ধিত জনসংখ্যার অতিরিক্ত খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য সরকার দেশের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করে। দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটিও সরকারের ঐচ্ছিক কাজ। পাশাপাশি জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণ সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ।

পরিশেষে বলা যায়, সরকারের ঐচ্ছিক কাজ শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে এটি ওপরে আলোচিত ঐচ্ছিক কাজগুলোও সম্পাদন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶২ **১ম অংশ:** 'ক' রাষ্ট্রে সম্প্রতি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি দেখা দিলে সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য চলতি সংসদ অধিবেশনে বিশেষ আইন পাস করার জন্য আকুল আবেদন জানান।

২য় অংশ : 'ক' রাষ্ট্রের সরকার দেশের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা, বিনামূল্যে বই বিতরণ ও যৌতুকপ্রথা রোধকল্পে আইন প্রণয়ন করেন।

◀ *শিখনফল-১*

ক. রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা কে দিয়েছেন? ১

খ. 'প্রতিটি সন্তানই রাষ্ট্রের সন্তান'— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক বিশেষ আইন পাস করার উদ্যোগ রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজ? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অনুচ্ছেদের ২য় অংশের আলোকে 'ক' রাষ্ট্রকে কি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়? উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি দেখাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন।

খ 'প্রতিটি সন্তানই রাষ্ট্রের সন্তান' উক্তিটি দ্বারা রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করা হয়েছে।

রাষ্ট্র মূলত দেশের নাগরিক নিয়ে গঠিত ও পরিচালিত। জনগণ তথা নাগরিকগণ রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত নাগরিক ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ

করে এবং বিধি নিষেধ মেনে চলে। নাগরিকের এই সহযোগিতামূলক সম্পৃক্ততা রাষ্ট্র পরিচালনায় সহায়তা করে। রাষ্ট্র হলো পরিবারের মতো। প্রত্যেক নাগরিক এই পরিবারের সদস্য। পরিবারকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও বাসযোগ্য করা যেমন পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব, তেমনি রাষ্ট্রকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও বাসযোগ্য করে তোলার পাশাপাশি এর উন্নতি ঘটানো রাষ্ট্রের নাগরিকদের দায়িত্ব। আলোচ্য উক্তি দ্বারা এই দায়িত্বের সম্পর্কেই নির্দেশ করা হয়েছে।

গ 'ক' রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক বিশেষ আইন পাস করার উদ্যোগ রাষ্ট্রের মুখ্য কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

আর.এম. ম্যাকাইভার তার 'The Modern State' গ্রন্থে বলেছেন, 'আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ বা দায়িত্ব। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ, জনসাধারণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, সমাজের শান্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করা এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে। রাষ্ট্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। বাংলাদেশে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ইত্যাদি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক' নামক রাষ্ট্রে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে, যা রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের প্রতি হুমকির সৃষ্টি করে। এজন্য ঐ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সংসদে নতুন আইন পাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই কাজ রাষ্ট্রের মুখ্য কাজ। কারণ আইন-শৃঙ্খলার অবনতি রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিতে পারে।

ঘ হ্যাঁ, অনুচ্ছেদের ২য় অংশের আলোকে 'ক' রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়।

রাষ্ট্রকে অবশ্যই সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য নাগরিকের নৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কল্যাণকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। বর্তমান সময়ে প্রায় সকল রাষ্ট্রই নিজেদের কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করছে।

উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রের সরকার দেশের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা, বিনামূল্যে বই বিতরণ ও যৌতুকপ্রথা রোধে আইন প্রণয়ন করেছে, যা 'ক' রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে। যেকোনো জাতির উন্নতির জন্য শিক্ষা আবশ্যক বিষয়। দেশের সকল মানুষ শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সামর্থ্য রাখে না। এজন্য উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রে বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পদক্ষেপ রাষ্ট্রের মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। অন্যদিকে যৌতুক সমাজের ব্যাধিস্বরূপ। নারীদের প্রতি বৈষম্য, দুর্বল পারিবারিক সম্পর্ক প্রভৃতি যৌতুকেরই কুফল। যৌতুক প্রথা রোধ না করলে সামাজিক অনাচার বন্ধ হবে না। উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্র এ বিষয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের গৃহীত পদক্ষেপগুলো দেশের কল্যাণময় ভবিষ্যতকে নির্দেশ করে। শিক্ষিত জনগণ কিংবা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ব্যতীত রাষ্ট্রের কল্যাণ সম্ভব নয়। একটি দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম শর্ত হলো শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি। এছাড়াও সামাজিক শৃঙ্খলার উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্র যৌতুক বিরোধী আইন প্রণয়ন করেছে।

উপরিউক্ত আলোনার প্রেক্ষিতে 'ক' রাষ্ট্রের এইসব কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণের আলোকে রাষ্ট্রটিকে কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶৩ গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৬, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ভোটার রহিম সাহেব সারাদিন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। বাড়ি থেকে বের না হয়ে সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফলাফল জানতে টেলিভিশন দেখতে থাকেন। আর সন্তানদের লেখাপড়া দেখাতে থাকেন। *◀ শিখনফল-২*

ক. পৌরনীতি পাঠের মূল বিষয়বস্তু কী? ১

খ. আইনের ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের রহিম সাহেব নাগরিকের কোন কর্তব্য পালন থেকে বিরত থাকেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত কর্তব্য সম্পাদন করলেই কি রহিম সাহেবকে কর্তব্য পরায়ন নাগরিক বলা যাবে'? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৌরনীতি পাঠের মূল বিষয়বস্তু নাগরিকত্ব ও রাষ্ট্র।

খ সাধারণভাবে আইন বলতে সামাজিক ব্যবস্থায় সম্মিলিত জীবন যাপনের ক্ষেত্রে মানুষ কর্তৃক অনুসরণকৃত কিছু লিখিত ও অলিখিত বিধিবিধানকে বোঝায়।

মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অধিকাংশ মানুষই আইনের নিয়ম-কানুনসমূহ মেনে চলে। সুতরাং আইন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম কানুন, রীতিনীতি বা বিধি -বিধান।

গ উদ্দীপকের রহিম সাহেব নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

ভোট দেওয়া নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সততা ও সুবিবেচনার সাথে যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থীকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করা আমাদের নাগরিক দায়িত্ব। নির্বাচনে যারা ভোট দেন তাদের নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহিম সাহেব নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনি এলাকার একজন ভোটার। কিন্তু তিনি ভোট প্রদান না করে সারাদিন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। ভোট প্রদান না করে তিনি নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন। তার মধ্যে সুনাগরিকতার গুণাবলির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঘ না, উক্ত কর্তব্য অর্থাৎ ভোট প্রদান করলেই রহিম সাহেবকে কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক বলা যাবে না।

ভোট প্রদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন এবং সংবিধান মেনে চলা এবং আইনের প্রতি সম্মান দেখানো নাগরিকদের অন্যতম দায়িত্ব।

নিয়মিত কর প্রদান ও রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা নাগরিকের কর্তব্য। সন্তানদের জীবনরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রতিষেধক টীকাদান, সুস্থসবল রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে পাঠানো পিতামাতার দায়িত্ব। নিজস্ব সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় অর্জন ও সফলতা এবং সব সময় দেশের মঙ্গল কামনা করা নাগরিকদের কর্তব্য।

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমনকি রাষ্ট্রের বেআইনী কোনো কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো নাগরিকদের নৈতিক দায়িত্ব। ভোট প্রদান করলেই উদ্দীপকের রহিম সাহেবকে কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক বলা যাবে না। নাগরিকের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব- কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করলেই কেবল তাকে কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক বলা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ৪ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক জনাব 'ক' '৭১-এর মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত একজন বৃদ্ধ আসামির মামলার রায় ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে উক্ত আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান থাকলেও বিচারক বয়স বিবেচনায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন। *◀ শিখনফল-৩*

ক. অধ্যাপক গার্নার প্রদত্ত রাষ্ট্রের সজ্ঞাটি লেখ। ১

খ. নাগরিকের প্রধান কর্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আইনের কোন উৎসটির আলোকে বিচারক মামলার রায় ঘোষণা করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আইনের উক্ত উৎসটি ছাড়া আরও কী কী উৎস হতে পারে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক গার্নার বলেন, রাষ্ট্র হলো বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এমন এক জনসমাজ যারা নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং যাদের একটি সুসংগঠিত সরকার আছে, যে সরকারের প্রতি ঐ জনসমাজ স্বভাবতই অনুগত।

খ নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।

রাষ্ট্র যেমন নাগরিককে নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার দিয়ে থাকে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হলো আনুগত্য প্রকাশ তথা রাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলা। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সজাগ এবং চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা নাগরিকের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

গ আইনের ন্যায়বোধ উৎসটির আলোকে উদ্দীপকের বিচারক মামলার রায় ঘোষণা করেন।

আইনের অন্যতম উৎস হলো বিচারকের রায় অথবা বিচার বিভাগীয় রায়। বিচারক যদি প্রচলিত আইনে কোনো মামলার নিষ্পত্তি করতে না পারেন তখন তিনি নিজ বুদ্ধি, মেধা এবং প্রজ্ঞার সাহায্য নেন। তবে এক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখেই তিনি বিচারের রায় দেন। এটি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যা পরবর্তী সময়ে আইনে পরিণত হয়।

উদ্দীপকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক জনাব 'ক' '৭১-এর মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করেন। তিনি এই অপরাধে অভিযুক্ত একজন বৃদ্ধ আসামির মামলার রায় ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ঐ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে। তবে আসামির বয়স ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে বিচারক জনাব 'ক' আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এক্ষেত্রে বিচারক নিজস্ব প্রজ্ঞা ও মেধার পাশাপাশি সামাজিক নীতিবোধের আলোকে রায় প্রদান করেন। সুতরাং একথা বলা যায় যে, মানবতাবিরোধী অপরাধের ঐ মামলার রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে আইনের ন্যায়বোধ উৎসটি বিচারককে প্রভাবিত করেছে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনায় ন্যায়বোধ উৎসের মাধ্যমে রায় দেওয়া হয়েছে। এ উৎসটি ছাড়াও আইনের আরও কয়েকটি উৎস আছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হল্যান্ডের (Holland) মতে আইনের উৎস হলো ছয়টি। ন্যায়বোধ ছাড়াও আরও পাঁচটি উৎস রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— প্রথা, বিচার সংক্রান্ত রায়, ধর্ম, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও আইনসভা।

প্রথা হচ্ছে আইনের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস। যুক্তরাজ্যের অধিকাংশ আইনই প্রথা থেকে এসেছে। ধর্ম, ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে ধর্মীয় বিধানই রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন— ইসলামিক রাষ্ট্রের আইন প্রধানত কুরআন ও শরিয়ার ওপর নির্ভরশীল। আইনজ্ঞদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বা তাদের আইন বিষয়ক বইগুলোও আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। যেমন— যুক্তরাজ্যের আইন ব্যবস্থায় আইনবিদ কোক (Sir Edward Coke), ইসলামি আইনের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা প্রমুখের অভিমত আইনের মর্যাদা লাভ করেছে। বিচারকের ন্যায়বোধ আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করে। তবে আধুনিক রাষ্ট্রে আইনের প্রধান উৎস হলো আইনসভা। আইনসভা রাষ্ট্র ও দেশের জনগণের স্বার্থকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করে।

উদ্দীপকে বিচারক জনাব 'ক' '৭১ এর মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত একজন বৃদ্ধ আসামির মামলার রায় প্রদান করেন। মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হলেও তিনি আসামীর বয়সের বিবেচনায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। এখানে বিচারকের ন্যায়বোধ উৎসটি প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও প্রথা, ধর্ম, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, বিচারকের রায়, আইনসভা আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ৫ মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে হাজারেরও অধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়াও মিয়ানমার সরকার আরো অনেককে নাজেহাল করেছে এবং তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। দশ লাখের মতো মানুষ বাংলাদেশে চলে এসেছেন এবং বাংলাদেশ সরকার তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও এই লোকদেরকে সহায়তা করেছে। *◀ শিখনফল-৪*

ক. নাগরিক বলতে তুমি কী বোঝ? ১

খ. নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? ২

গ. মিয়ানমার রাজ্যে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশ সরকার এই সমস্যা সমাধানে অনেক উদ্যোগ নিয়েছে'। এই বক্তব্যের ব্যাপারে তোমার মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকে নাগরিক বলে।

খ রাষ্ট্র যেমন নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকদের বেশকিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হলো আনুগত্য প্রকাশ করা, সংবিধান মেনে চলা এবং আইনের প্রতি সম্মান দেখানো। সততা ও সুবিবেচনার সাথে ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা, নিয়মিত কর প্রদান করা, সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা, অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানো, ভিন্নমতকে মূল্যায়ন করাও নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে সৃষ্ট সমস্যার মূল কারণ সুশাসনের অভাব। আর এই অভাব তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন না থাকায়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। সাধারণভাবে আইনের অনুশাসন দুটি ধারণা প্রকাশ করে। যথা—১. আইনের প্রাধান্য ও ২. আইনের দৃষ্টিতে

সকলের সাম্য। আইনের প্রাধান্য বজায় থাকলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করতে সাহস করে না। সমাজে আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে কেউ আইন অমান্য করে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। পাশাপাশি, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য মানে সমাজে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলে সমান। আইনের চোখে কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না। সকলের জন্য একই আইন প্রযোজ্য।

উদ্দীপকে মিয়ানমারে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় নির্বিচারে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে হত্যা করা হচ্ছে, তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। আর এসবকিছু হচ্ছে মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনীর নির্দেশে, যা সুশাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ঘ বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

উদ্দীপকের মিয়ানমার সরকার নির্বিচারে রোহিঙ্গা হত্যা শুরু করলে রোহিঙ্গারা প্রাণ বাঁচাতে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যেতে শুরু করে। এক্ষেত্রে মিয়ানমারের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন ও ভারত তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিলেও মানবিক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশ প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়। শুধু আশ্রয়দান নয় বরং বাংলাদেশ সরকার তাদের জন্য নিরাপদ বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। রোহিঙ্গাদের জন্য টেকনাফ, উখিয়া, কুতুপালং অঞ্চলে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়েছে। ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের নিবন্ধন করা হচ্ছে এবং তাদের কাছে সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি, জাতিসংঘের ৭২তম সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতাদানের সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ৫ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন। তিনি প্রস্তাবে বলেন— রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন দ্রুত বন্ধ করতে হবে, জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষায় মিয়ানমারের ভেতরে সেফ জোন তৈরি করতে হবে, জোরপূর্বক বিতাড়িত সকল রোহিঙ্গার নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে, কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে, রোহিঙ্গাদের বাঙালি বলে মিয়ানমার সরকারের অপপ্রচার বন্ধ করতে হবে এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মিয়ানমারে সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

সুতরাং, ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশের সহায়তা ও উদ্যোগ সমগ্র বিশ্বে দৃষ্টান্তস্বরূপ।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৬ স্কুল ছুটির পর মাহী শাজাহানপুর মোড়ের কাছে যেতেই লাল বাতি জ্বলে উঠল। মাহীদের ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিল। মাহী লক্ষ করল একটি C.N.G চালিত অটোরিক্সা এবং একটি প্রাইভেট কার সিগনাল না মেনে চলে যাচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশ C.N.G চালকের কাছ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স কেড়ে নিয়ে মামলা করে দিল। কিন্তু প্রাইভেট কার চালককে আটকালো না। *◀ শিখনফল-৪*

ক. প্রথা কী? ১

খ. রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদানটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আইনের অনুশাসনের কোন দিকটি লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'সুশাসনের প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসনের বিকল্প নেই।' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও অভ্যাসই হচ্ছে প্রথা।

খ সার্বভৌমত্ব বলতে সেই ক্ষমতাকে বোঝায় যা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে।

রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদান হিসেবে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের অনন্য একটি বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে যার ফলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার ইচ্ছার দ্বারা রাষ্ট্র আইনসংগতভাবে আবদ্ধ হয় না।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসনের বিকল্প নেই— বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶৭ 'ক' ইউনিয়নে প্রায় ৮০% লোক শিক্ষিত। উক্ত ইউনিয়নের নির্বাচনে নাগরিকগণ 'X' ও 'Y' ব্যক্তির মধ্যে 'X' ব্যক্তিকে সৎ ও যোগ্য বলে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর 'X' ব্যক্তির এলাকার একটি বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তার ভাইয়ের ছেলে প্রার্থী হলেও যোগ্য প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন। *◀ শিখনফল-২*

ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক কে? ১

খ. আইনের প্রাধান্য বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' ইউনিয়নের নাগরিকদের মধ্যে নাগরিকের কোন ধরনের কর্তব্যপরায়ণতা লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'X' ব্যক্তি সুনাগরিক— সত্যতা যাচাই কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক হলো- এরিস্টটল।

খ আইনের প্রাধান্য হচ্ছে নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

সমাজে আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে কেউ আইন অমান্য করে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাছাড়া সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করতে সাহস করে না। বিনা অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করা, বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা ও শাস্তি দেয়া এগুলো আইনের প্রাধান্যের পরিপন্থি।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ নাগরিকের নৈতিক কর্তব্যের দিকটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ সুনাগরিকের কর্তব্য বিষয়ে সচেতনতার দিকটি বিশ্লেষণ করো।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৮ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কাশ্মিরকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ নিয়ে দেশ দুটির মধ্যে দু'বার যুদ্ধও হয়েছে। কাশ্মীরের জনগণও নিজেদের স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছে। ◀ *শিখনফল-১*

ক. ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মোনাকোর জনসংখ্যা কত? ১
খ. নাগরিকের প্রধান কর্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কাশ্মিরে রাষ্ট্রের কোন উপাদানটি অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কাশ্মিরকে রাষ্ট্র হতে হলে উক্ত উপাদানটি ছাড়াও আরো উপাদান আবশ্যক- তোমার মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন ▶ ৯ এক সেমিনারে প্রফেসর আমিন বললেন, "বর্তমানে নাগরিকত্বের ধারণাটি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় সুবিধা ভোগ করছে। তারা রাজনৈতিক সমাজের সদস্য। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার ভোগ করে। তাই রাষ্ট্রের প্রতি তাদেরকে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। অধিকার ও কর্তব্যসমূহ পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত"। ◀ *শিখনফল-২*

ক. রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় বা প্রধান কাজগুলো কী কী? ১
খ. সরকারের মূল উপাদান কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বর্তমানে নাগরিকত্বের ধারণা কীভাবে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন ▶ ১০ যুক্তরাজ্যের লিখিত কোনো সংবিধান নেই। সেখানকার দীর্ঘদিনের প্রচলিত কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহার এবং নিয়মিত অভ্যাস থেকেই দেশটির আইন-কানুন ঠিক করা হয়। আর সময়ের ব্যবধানে এ সবই এক সময় আইনে পরিণত হয়েছে। ◀ *শিখনফল-৩*

ক. নাগরিকের প্রধান কর্তব্য কী? ১
খ. রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদান ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে আইনের কোন উৎসের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে আইনের যে উৎসের কথা বলা হয়েছে তা যে কোনো দেশের সংসদ থেকেই আসতে পারে"— তোমার এই বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. আইনের প্রাধান্য বলতে বোঝায়—
ক আইন সকলের জন্য সমান
খ আইনের অপপ্রয়োগ করা
গ যখন যাকে খুশি গ্রেফতার করা
ঘ সবকিছু আইন অনুসারে চলা

২. নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হল—
i. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা
ii. রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা
iii. সততা ও সুবিবেচনার সাথে ভোট দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও ii
গ i, ও ii ঘ i, ii ও iii

৩. আইনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—
i. মানুষের আচরণকে সংযত করে
ii. সকলের অধিকারের সাম্য বজায় রাখে
iii. সকলের সুযোগ সুবিধা অসমান থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি বিশেষ শাসন ব্যবস্থায় জনগণই ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত কখনও নতুন আইন হিসেবে চালু হতে পারে।

৪. উদ্দীপকটি কোন শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়?
ক একনায়কতন্ত্র খ গণতন্ত্র
গ সমাজতন্ত্র ঘ অভিজাততন্ত্র

৫. উদ্দীপকে বর্ণিত আইনের উৎস কোনটি?
ক প্রথা খ ধর্ম
গ আইনসভা
ঘ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা

৬. সার্বভৌমের আদর্শ কী?
ক আইন খ সরকার
গ রাষ্ট্র ঘ রাষ্ট্রের ক্ষমতা

৭. নিম্নের কোনটি বড় আয়তনের রাষ্ট্র?
ক সুইজারল্যান্ড খ ব্রুনাই
গ মালয়েশিয়া ঘ রাশিয়া

৮. এরিস্টটল কোন বিজ্ঞানের জনক?
ক সমাজবিজ্ঞান খ রাষ্ট্রবিজ্ঞান
গ মনোবিজ্ঞান ঘ দর্শন শাস্ত্র

৯. Civics কোন শব্দ?
ক ল্যাটিন খ গ্রিক
গ ইংরেজি ঘ ফরাসি

১০. রাষ্ট্রের মৌলিক কাজ হলো—
i. আইন প্রণয়ন
ii. আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
iii. কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. কার মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন, যার কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা রয়েছে এবং যা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত অধিবাসীদের ওপর বলবৎ হয়?
ক এরিস্টটল খ ম্যাকাইভার
গ গার্নার ঘ লাস্কি

১২. রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন কে?
ক এরিস্টটল খ ম্যাকাইভার
গ গার্নার ঘ গেটেল

১৩. সানম্যারিনো দেশের জনসংখ্যা কত হাজার?
ক ১০ খ ১৫
গ ২০ ঘ ২২

১৪. আরিফ বাধ্যতামূলকভাবে একটি বৃহৎ ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। সে চাইলেও এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে না। সে নিচের কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য?
ক সমাজ খ পাড়ার ক্লাব
গ রাষ্ট্র ঘ গির্জা

১৫. রাষ্ট্রকে ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রতিষ্ঠান মনে করা হতো—
i. প্রাচীন যুগে
ii. মধ্যযুগে
iii. আধুনিক যুগে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. ভাসমান বা যাযাবর জাতি কখনও রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না। কেননা রাষ্ট্র গঠন করতে হলে তাদেরকে—
i. রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে
ii. স্থায়ী জনসমষ্টি থাকতে হবে
iii. একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. আধুনিককালে প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রই শক্তিশালী কী গড়ে তুলেছে?
ক সীমান্ত রক্ষী বাহিনী
খ প্রতিরক্ষা বাহিনী
গ রাজনৈতিক দল
ঘ যোগাযোগ ব্যবস্থা

১৮. কীরূপ রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলি বেশি বিস্তৃত?
ক উন্নয়নশীল
খ অনুন্নত
গ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত
ঘ প্রতিরক্ষায় সমৃদ্ধ

১৯. রাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি?
ক আইন প্রণয়ন
খ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
গ আইনের শাসন নিশ্চিত করা
ঘ শিক্ষিত করে তোলা

২০. রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য অপরিহার্য কোনটি?
ক সুশাসন প্রতিষ্ঠা
খ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন
গ সাংস্কৃতিক বিনিময়
ঘ সুষ্ঠু পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা

২১. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কী?
ক জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করা
খ জনগণের অধিকার রক্ষা করা
গ জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন
ঘ দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন

উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কোয়েল ও বাবুই স্পেনের কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। কোয়েল বাবুইকে জানায় তার দেশ জনসাধারণের শিক্ষা, চিকিৎসা, শিশু সদন, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র ইত্যাদি বিষয়ে খুবই সচেতনতা অবলম্বন করে।

২২. কোয়েলের তথ্যে পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণা ফুটে উঠেছে?
ক সুনাগরিকের গুণাবলি
খ রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান
গ সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা
ঘ রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কার্যাবলি

২৩. কোয়েলের দেশের এই ধরনের কার্যাবলির ফলে—
i. জনগণের মানসিকতার বিকাশ ঘটে
ii. জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা হয়
iii. উন্নত জাতি গঠনে সক্ষমতা লাভ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. এরিস্টটল তার ধারণায় কাদেরকে নাগরিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেননি?
ক নারীদের খ অধিকাংশ জনগণকে
গ দাসীদের ঘ শিশুদের

২৫. হ্যারল্ড জে লাস্কি কোন দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী?
ক যুক্তরাষ্ট্র খ ফ্রান্স
গ ইতালি ঘ ব্রিটিশ

২৬. 'আইন হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের কতকগুলো সাধারণ নিয়ম যা সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রণীত হয়'— উক্তিটি কার?
ক টি এইচ গ্রিন খ হল্যান্ড
গ উড্রো উইলসন ঘ এরিস্টটল

২৭. প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় রীতিনীতি প্রভাব বিস্তার করে?
ক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে
খ সামাজিক ক্ষেত্রে
গ ধর্মীয় ক্ষেত্রে
ঘ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে

২৮. কোন রাষ্ট্রের ধর্মীয় বিধানই রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে বিবেচিত হয়?
ক গণতান্ত্রিক
খ একনায়কতান্ত্রিক
গ সমাজতান্ত্রিক
ঘ ধর্মভিত্তিক

২৯. ইসলামি আইনের ক্ষেত্রে কার অভিমত আইনের মর্যাদা লাভ করেছে?
ক ইমাম গাযযালি
খ ব্লাকস্টোন
গ আইনবিদ কোক
ঘ ইমাম আবু হানিফা

৩০. আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস—
i. ধর্মগ্রন্থ
ii. ধর্মীয় ব্যাখ্যা
iii. ধর্মীয় অনুশাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ জনাব কাসেম এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি বহুদিন ধরে গ্রামের রহিম মিয়ার সম্পত্তি দখল করার চেষ্টা করছেন এবং তাকে নানাভাবে হয়রানি করছেন। এরূপ পরিস্থিতিতে রহিম মিয়া বিচার চাইলে বিচারক জনাব কাসেমের পক্ষেই রায় দেন।

ক. অধ্যাপক হল্যান্ড কর্তৃক প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. সার্বভৌমত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অনুচ্ছেদে আইনের অনুশাসনের কোন ধারণাটি ক্ষুণ্ন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত ধারণাটির যথাযথ প্রয়োগের উপরই গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভরশীল।"— বিশ্লেষণ কর। ৪

২.▶ একটি টেলিভিশন চ্যানেলের "পথে প্রান্তরে" অনুষ্ঠানে উপস্থাপক এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন আসন্ন নির্বাচনে কাকে নির্বাচিত করতে চান? উত্তরে ব্যক্তিটি জানালেন বিবেচনার মাধ্যমে তিনি কাজটি করবেন। উপস্থাপক ২য় ব্যক্তির কাছে ভবিষ্যতে দেশের জন্য কী করতে চান জানতে চাইলে বলেন, অনেকগুলো কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করে বিশ্বে দেশকে পরিচিত করতে চান।

ক. নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কী? ১
খ. আইনের একটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ২য় ব্যক্তিটি সরকারের হয়ে কোন ধরনের কাজ করতে চান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নাগরিকের দায়িত্ব হিসেবে শুধুমাত্র উদ্দীপকের কাজটি রাষ্ট্রের জন্য যথেষ্ট নয় বিশ্লেষণ কর। ৪

৩.▶ অসাধু ব্যবসায়ী নজীর মিয়া খাদ্যে ভেজাল মিশ্রিত করায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাকে আটক করে আইনের হাতে তুলে দেয়। সরকারি আইন অনুযায়ী আদালত নজীর মিয়াকে ২ বছরের জেল এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করে।

ক. আর.এম. ম্যাকাইভারের রাষ্ট্রের সংজ্ঞাটি লিখ। ১
খ. তথ্য অধিকার আইনে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নজীর মিয়াকে শাস্তির জন্য তৈরি করা আইনটি রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নজীর মিয়াকে শাস্তি দিয়ে বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৪.▶ আইন একদিনে তৈরি হয়নি। যুগে যুগে আইন তৈরিতে সমাজ, ধর্ম, নীতিবোধ, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ইত্যাদির সাহায্যে নেয়া হয়। এই আইনের উপর ভিত্তি করে জনাব M সিটি কর্পোরেশনে ড্রেন সংস্কারের কাজে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ জানতে চেয়ে আবেদন করেন।

ক. আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রকে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান বলেন? ১
খ. গ্রিক নগররাষ্ট্রে নারী এবং দাসরা কেন নাগরিক হিসেবে গণ্য হতো না? ২
গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত আইনের উৎসগুলো আলোচনা কর। ৩
ঘ. সিটি কর্পোরেশন কী জনাব M-এর আবেদনের উত্তর দিতে বাধ্য? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫.▶

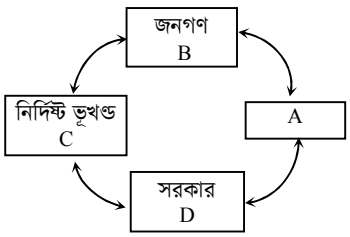

ক. নাগরিক শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
খ. আইনের প্রধান উৎসটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'A' চিহ্নিত স্থানে প্রযোজ্য রাষ্ট্রের উপাদানটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'D' উপাদানটি সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে। তোমার মতামত দাও। ৪

৬.▶ জনাব ইকবাল 'X' রাষ্ট্রের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। তার প্রধান কাজ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নে সহায়তা করা। তিনি সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিয়েও কাজ করছেন।

ক. হ্যারল্ড জে লাস্কি প্রদত্ত নাগরিকের সংজ্ঞাটি লিখ। ১
খ. 'রাষ্ট্র সামাজিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান'- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইকবাল সাহেবের প্রথম কাজটি রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তার দ্বিতীয় কাজের বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব- মতামত দাও। ৪

৭.▶ জনাব 'ক' সরকারি কর্মচারি থাকাকালীন প্রচুর অর্থের মালিক হন। তিনি স্বচ্ছতার সাথে নিয়মিত কর প্রদান করেন না। গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ব্যয়সীমা লঙ্ঘন করে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। নির্বাচনে তিনি তার ভাড়াটে লোকদের দ্বারা খবর রটিয়ে দেন যে তার প্রতিপক্ষ দুই প্রার্থী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। তার বিভিন্ন নিয়ম বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের প্রতিকার চেয়ে নির্বাচন কমিশন বরাবর দরখাস্ত করার চেষ্টা করেও তার সন্ত্রাসী সন্তানের ভয়ে তারা চুপ হয়ে যায়।

ক. অধ্যাপক গেটেল প্রবর্তিত গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. Electoral College কীভাবে গঠিত হয়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' এর কী ধরনের শাস্তি হতে পারত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেশের একজন নাগরিক হিসেবে জনাব 'ক'— কে মূল্যায়ন কর। ৪

৮.▶ 'ক' নামক রাষ্ট্রে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনিত দেখা দিলে সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য চলতি সংসদ অধিবেশনে বিশেষ আইন পাস করার জন্য আকুল আবেদন জানান। 'ক' রাষ্ট্রের সরকার আবার দেশের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও যৌতুক প্রথা রোধকল্পে আইন প্রণয়ন করেন।

ক. নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? ১
খ. 'স্বীয় চিন্তন দক্ষতা ও মেধার ক্ষমতা বলে রায় প্রদান'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে যে বিশেষ আইন পাস করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা কোন কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সরকার যে শিক্ষামূলক ও অন্যান্য কাজের দায়িত্ব নিয়েছে তা জনগণের জন্য কতটুকু কল্যাণকর? তোমার মতামত দাও। ৪

৯.▶ দশম শ্রেণির ছাত্র কামাল স্কুলে যাওয়ার পথে প্রায়ই আমেনাকে উত্ত্যক্ত করে। মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে। কামালের বখাটেপনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার বাবাকে নিয়ে থানায় সমস্যাটি জানায়। কিন্তু থানা কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। বর্তমানে আমেনা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

ক. "যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাকেই নাগরিক বলা হয়"— সংজ্ঞাটি কার? ১
খ. "রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদান হচ্ছে সাবভৌমত্ব"— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আমেনার ক্ষেত্রে আইনের অনুশাসনের কোন ধারণাটি ক্ষুন্ন হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কামালের মতো বখাটে ছেলেদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে শুধুমাত্র আইনের সঠিক প্রয়োগই কি যথেষ্ট বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০.▶ জামিল বাংলাদেশের বাল্যবিবাহের ওপর একটি গবেষণাপত্র তৈরি করছে। এই কাজের জন্য কাজী অফিস থেকে তার কিছু তথ্যের প্রয়োজন। সে কাজী অফিসে গেলে কাজী সাহেব তাকে তথ্য দেওয়ার পরিবর্তে অসহযোগিতা করতে থাকেন। জামিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। অবশেষে সে তথ্য পায় এবং কাজটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করে।

ক. আইনের সবচেয়ে প্রাচীনতম উৎস কী? ১
খ. রাষ্ট্র সম্পর্কে গার্নারের সংজ্ঞাটি আলোচনা কর। ২
গ. জামিল কোন আইনের সহায়তায় তথ্য পেল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'সুশাসনের জন্য জামিলের সফলতা আশাব্যঞ্জক' উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

১১.▶ মি. X একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি যে কাজে হাত দেন তাতে যেন সোনা ফলে। তার অর্থবিত্ত বিশাল, এজন্য প্রতিবছর তার যে পরিমাণ অর্থ Tax দেয়ার কথা তিনি সে পরিমাণ Tax প্রদান করেন না।

ক. সার্বভৌম শব্দ দ্বারা রাষ্ট্রের কোন ক্ষমতাকে বোঝায়? ১
খ. আইনের উৎস হিসেবে প্রথার ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপকের মি. X নাগরিকদের কোন কর্তব্য পালন করেন নি— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত কর্তব্য পালন করলেই কি মি. X কে সুনাগরিক বলা যাবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ঘ	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	ঘ	৮	খ	৯	ক	১০	ঘ	১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ক
১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	ঘ	২১	গ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	খ